কালের কণ্ঠ

তারিখ ...29 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...২...

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

জরিপেও বেতন-সেশন চার্জের তথ্য দেয়নি প্রতিষ্ঠানগুলো

আজিজুল পারভেজ ▷

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন ও সেশন চার্জ হিসেবে কী পরিমাণ টাকা আদায় করে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য সরকারকে জানায়নি। পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ও সহায়ক পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কেও কোনো তথ্য দেয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) মাঠপর্যায়ে জরিপ চালিয়েও এসব তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে প্রথমবারের মতো এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে, যা এত দিন সরকারের কাছে ছিল না।

ব্যানবেইসের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, দেশে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫৯টি। এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে ৬৪ হাজার ৫০৭ শিক্ষার্থী। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১:১১ জন। প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষকের সংখ্যা ৩৫ আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০৫ জন।

বার্ষিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ-২০১৪-এর আওতায় দেশের ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যানবেইস গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জরিপ চালায়।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ১৫৯টি, শিক্ষার্থী ৬৪ হাজার ৫০৭ জন

ব্যানবেইস সূত্রে জানা গেছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কখনোই তাঁদের তথ্য জানাতে চান না। অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকতেই দেন না। এবার তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার পরও বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের বিষয়েই পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়নি। সংগৃহীত তথ্য এবার প্রথমবারের মতো শিক্ষা পরিসংখ্যান রিপোর্ট ২০১৪-তে যুক্ত হয়েছে। ব্যানবেইসের তথ্য ফরমের প্রশ্নমালার মধ্যে একটি বিষয় ছিল বিভিন্ন শ্রেণিতে মাসিক ছাত্র বেতন ও সেশন চার্জ সম্পর্কিত। তাতে শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক বেতন, সেশন চার্জ, টার্ম চার্জ, উন্নয়নসহ অন্যান্য ফি সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়। প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি, জুনিয়র সেকেন্ডারি, ও লেভেল এবং এ লেভেলের শিক্ষার্থীদের তথ্য দেওয়ার জন্য ফরমে ছক ছিল। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানই এই ছক পূরণ করেনি। এর ফলে ওই সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা আদায় করে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও এসব প্রতিষ্ঠান উচ্চ হারে বেতন ও সেশন ফি আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

একই ভাবে জরিপে পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যও পাওয়া যায়নি। অনেক প্রতিষ্ঠান চাতুর্যের সঙ্গে লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা উল্লেখ করেছে। এর ফলে সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়টি ওই সব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় কি না, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ব্যানবেইসের পরিচালক মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ জানান, এত দিন এই সেক্টরের কোনো তথ্য সরকারের কাছে ছিল না। তারা (ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) সহজে তথ্য দিতেও চায় না। তার পরও এবার অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ইংলিশ মিডিয়ামের ১৫৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও লেভেল স্কুল ৩৬টি, এ লেভেল স্কুল ৯৮টি এবং জুনিয়র স্কুল ২৫টি। এগুলোর মধ্যে ৬১টি হচ্ছে এডেক্সেল, ৩৯টি সিআইই, দুটি অস্ট্রেলিয়া এবং ৪০টি চলে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে। এগুলোর মধ্যে ঢাকায় ১৩৮টি, চট্টগ্রামে ১১টি, খুলনায় তিনটি, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেটে দুটি করে এবং রংপুরে রয়েছে একটি। একাধিক শাখা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩টি।

জরিপ অনুযায়ী, ও লেভেল পরীক্ষায় ২০১২ সালে ৪৭২ জন, ২০১৩ সালে এক হাজার ৭৭৩ জন এবং ২০১৪ সালে এক হাজার ৫২৬ জন পাস করেছে। এ লেভেল পরীক্ষায় ২০১২ সালে ৭৩৩ জন, ২০১৩ সালে এক হাজার ৩৯৭ জন এবং ২০১৪ সালে ৭৯১ জন পাস করেছে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ৬৪ হাজার ৫০৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ও লেভেল স্কুলে আট হাজার ৪৯০ জন, এ লেভেল স্কুলে ৫১ হাজার ৭৬৫ জন এবং জুনিয়র স্কুলে চার হাজার ২৫২ জন পড়ালেখা করছে। মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৭৮৫ জন।